Arabinda Paul Date-30.04.20
Sub-Philosophy, B.A., SEM-IV (For other Hons students), Paper-GE-4,
Topic-Arguments against of Euthanasia

ইউথানেসিয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলি আলোচনার পূর্বে ইউথানেসিয়া বলতে কী বোঝায় - তা জেনে নেওয়া দরকার। 'ইউথানেসিয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, সৌজন্য-হত্যা (mercy killing), অনারোগ্য ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য সহজ ও শান্তভাবে জীবনের অবসান ঘটানো (a gentle and easy death) অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু (when death is desired)। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকলে, তাদের রোগ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাই হল করুণা-হত্যা euthanasia।

করুণা-হত্যা যারা অনুমোদন করেন না, তারা করুণা-হত্যার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি উত্থাপন করেন সেই যুক্তিগুলি আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করব। যুক্তিগুলি হল—

(১) জীবনকে দীর্ঘায়িত করাই হল জীবের ধর্ম। মানুষের আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত ও সার্থক করার জন্য, মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। করুণা-হত্যা সংঘটিত হলে মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। জীবিত থাকলে সে হয়তো তার পরিকল্পনা মতো উন্নত-মানের গবেষণাগ্রন্থের মাধ্যমে সমাজের

উন্নতি হয়তে পারত। ময়না-হত্যা বাঁচিয়ে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পরিচর্যাকে কষ্ট হতে দেওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর না হতে পারে। ময়নাহত্যা তাই অন্যায় ও অনুচিত।

(২) ইচ্ছামৃত্যু কামীর ইচ্ছাটি স্বাভাবিক অথবা রোগযন্ত্রণাজনিত তা নির্ণয় করা সহজ নয়। হয়ত রোগী বেঁচে থাকতে চায়, আসলে মৃত্যু কামনা করে না, কিন্তু রোগ-যন্ত্রণা দুর্বিষহ হওয়ায় সে ঐ যন্ত্রণা-মুক্তির জন্যই মৃত্যু কামনা করে। এখানে তার কামনার বিষয় মৃত্যু নয়, কামনার বিষয় রোগ-যন্ত্রণামুক্তি। মৃত্যু কামনাটি লক্ষ্য না হলে সে হত্যাকে আত্মহত্যা বলা যায় না এবং এক্ষেত্রে তাকে 'হত্যা' রূপেই গণ্য করতে হবে।

আবার, এটা হতে পারে, মৃত্যুকামী ব্যক্তির মরণের ইচ্ছাটি তার স্বকীয় ইচ্ছা নয় — এমন হতে পারে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অনিচ্ছুক আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে সে তার মৃত্যু কামনাতে সম্মতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে হত্যা 'ময়না-হত্যা' ছদ্মবেশে বিশুদ্ধ হত্যা। ময়না-হত্যার গড়ালে পাপ যেহেতু অনেক হত্যা সংঘটিত হবার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে ময়না-হত্যা আইন সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(৩) রোগ অনারোগ্য ও দুর্বিষহ হলে, রোগ-যন্ত্রণার উপশম না হলে ময়না-হত্যার আবেদন করা হয়। কিন্তু রোগটি অনারোগ্য ও দুর্বিষহ এবং যন্ত্রণার উপশম অসম্ভব — তার নির্ণয়ের ভার কোথায়? রোগ নির্ণয় করতে চিকিৎসক ভুল করতে পারেন, এমন হতে পারে যে, রোগটি

রোগটি আসলে অনারোগ্য নয়। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার জন্যই যন্ত্রণার উপশম হয়নি, সঠিক ঔষধ প্রয়োগে হয়তো যন্ত্রণার উপশম হতো। তাছাড়া আজ যে রোগ অনারোগ্য সাব্যস্ত হয়ত সে রোগের নিরাময় সম্ভব হবে। সুতরাং রোগ-নিরাময়ের এবং যন্ত্রণা-উপশমের সম্ভাবনা কে স্বীকার করলে করুণা-হত্যাকে কখনই সমর্থন করা যায় না।

(৪) করুণা-হত্যা আইন-সম্মত হলে অনেক জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনা ন্যায়-সম্মতরূপে গ্রাহ্য হবার আশঙ্কা থাকে, ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে যা কখনই সমর্থিত নয়। বিপুল সম্পত্তির মালিকানা লাভের জন্য পুত্র-কন্যারা তাদের অসহায় বৃদ্ধ পিতা-মাতা অথবা প্রপিতার মৃত্যুচ্ছা আদায় করে। আর এই বিশুদ্ধ হত্যাটিকে 'প্রচ্ছন্ন করুণা হত্যা' নামে প্রতিষ্ঠা করে। করুণা-হত্যার অপপ্রয়োগ হতে পারে— এমন আশঙ্কার জন্যই করুণা-হত্যা আজও আইন-সম্মতরূপে গ্রাহ্য হতে পারেনি।

(৫) করুণা-হত্যা রোগীর মনোবল, রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ জীবন-যাপনের মনোবল নষ্ট করে দেয়, এবং তাদের মন ভীত সন্ত্রস্ত করে। বেঁচে থাকার মূলে হল, 'বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা বা ইচ্ছা'। এই ইচ্ছার অভাব ঘটলে, কেবল ঔষধ-পথ্যের উপর নির্ভর করে, রোগের উপশম হতে পারে না। করুণা-হত্যা আইন-সম্মত হলে, অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই রোগীর লক্ষ্য হয় এবং 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা'

এক গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়। করুণা-হত্যা সমর্থিত হলে, এজন্য, অলক নিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও বেঁচে থাকার বদলে যন্ত্রণা-মুক্তির জন্য মৃত্যুকেই কামনা করতে পারা সমর্থন করা যায় না।

করুণা-হত্যা একটি রোগীর মন হতাশা ও মৃত্যুভয় সঞ্চারিত করে, যা যথার্থিক নীতিবিজ্ঞান সমর্থন করে না। ধরা যাক রাম, শ্যাম, যদু, মধু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করছে। রাম ঐ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে, কিন্তু শ্যাম, যদু মধু ঐ অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে বাঁচতে চায়। এমন অবস্থায় রামের করুণা-হত্যা সংঘটিত হলে শ্যাম, যদু ও মধুর জীবন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কেননা তারা প্রতিনিয়ত আশঙ্কায় কালাযাপন করবে যে তাদের ক্ষেত্রেও যে কোন সময় করুণা-হত্যা সংঘটিত হতে পারে। এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নৈতিক দিক থেকে অন্যায় ও অপরাধ।

আবার এমনও হতে পারে যে, রাম, শ্যাম ও যদুর রোগ অনারোগ্য ব্যাধিসার হলেও মধুর রোগটি অনারোগ্য নয়, আরোগ্য। এমন অবস্থায় রাম, শ্যাম ও যদুর ক্ষেত্রে করুণা-হত্যা করা গেলেও মধুর হত্যাটিকে 'বিশুদ্ধ হত্যা' বলতে হবে। রোগ যেখানে অনারোগ্য নয় সেখানে রোগীকে হত্যা করাকে বিশুদ্ধ হত্যাই বলতে হয়। এমন ক্ষেত্রে করুণা-হত্যার গভীরে পাপ-অলক 'হত্যা'ও আইনসম্মতরূপে গ্রাহ্য হবে। কাজেই করুণা-হত্যাকে আইনসম্মত করা উচিত নয়।

মন্তব্য — তবে করুণা-হত্যা আইন-সম্মত হলে এবং এর সঠিক প্রয়োগ হলে অলক অভাগা ঘরে বেঁচে যাবে।